এই সংখ্যার সম্পূর্ণ উপন্যাস
শঙ্খ
শ্যামলেন্দু চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ

কিশোর মন ০১-১০-১৯৮৪

পরিকল্পনা ঃ সুজিত কুন্ডু

সংগ্রহ ঃ তথাগত চক্রবর্তী

সম্পাদনা ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

এই সংখ্যার সম্পূর্ণ উপন্যাস

শঙ্খ

শ্যামলেন্দু চৌধুরী
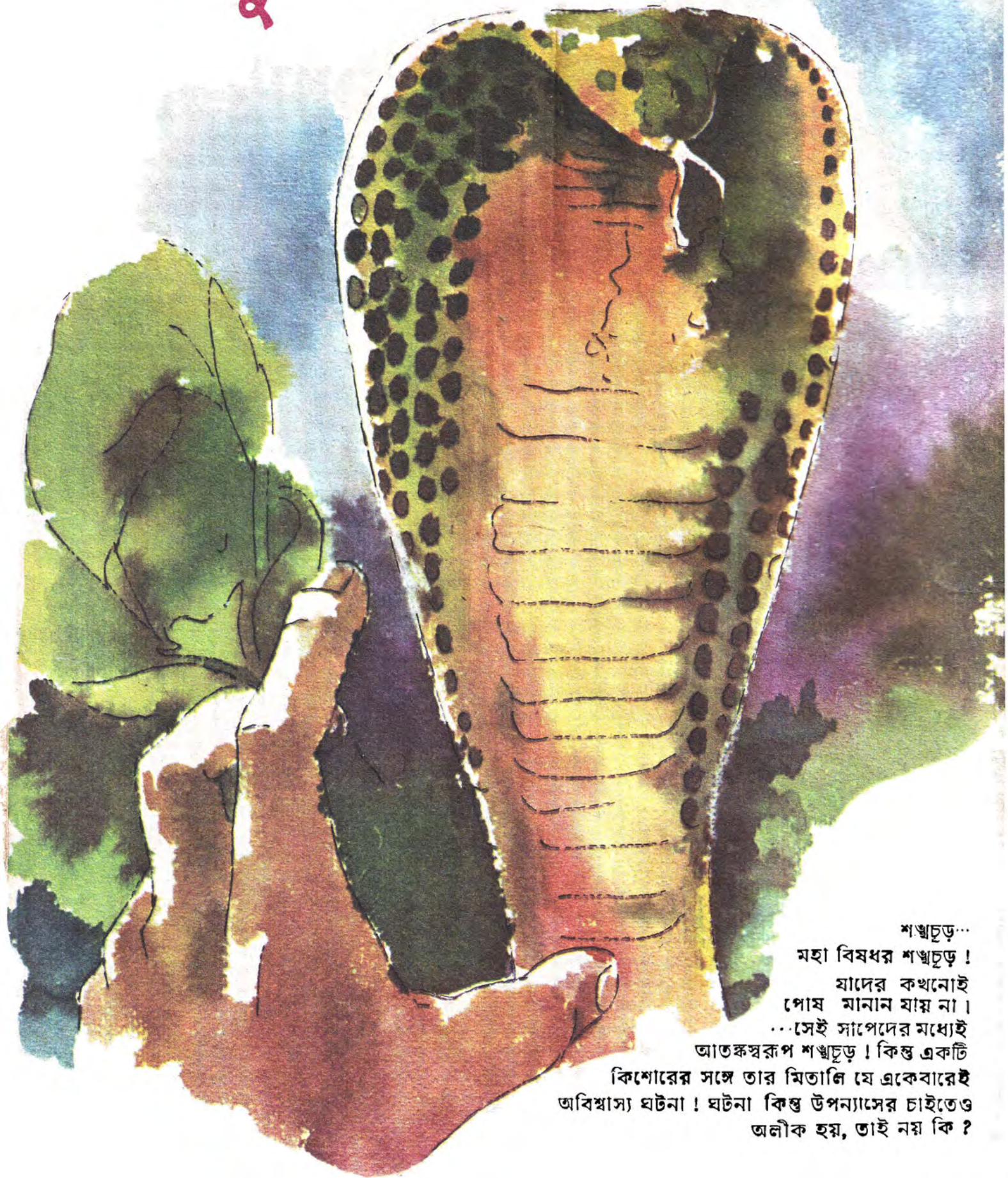
শঙ্খচূড়...
মহা বিষধর শঙ্খচূড় !
যাদের কখনোই
পোষ মানান যায় না।
...সেই সাপেদের মধ্যেই
আতঙ্কস্বরূপ শঙ্খচূড় ! কিন্তু একটি
কিশোরের সঙ্গে তার মিতালি যে একেবারেই
অবিশ্বাস্য ঘটনা ! ঘটনা কিন্তু উপন্যাসের চাইতেও
অলীক হয়, তাই নয় কি ?

এক

বিকেলটা এখনো টগবগে আছে। বৈশাখের শেষ। বেলা এখন আর নড়তেই চায় না। এমন একটা বিকেলে বাবার পেছন পেছন নেত্য বাড়ি ফিরছে। বাবার কাঁধে একটা পাকা লাঠি কাত করে ধরা। লাঠির মাথার দিকে কাপড়ের একটা বড়সড় পুঁটলি—কাঁধে ঠেক খেয়ে পিঠের সঙ্গে লেগে আছে। পুঁটলিটার ভেতরে চার-চারটে ঝাঁপি। সব-গুলোতেই সাপ-পোরা। আজকেই ধরা হয়েছে ওগুলো।

সেই সকালে চাট্টি পান্তা খেয়ে বাবার সঙ্গে সাপ ধরতে বেরিয়েছিল নেত্য। এই অঞ্চলে ওদের মত সাপ-ধরুয়ে আছে বেশ কয়েক ঘর। তারাও বেরিয়েছিল। বৈশাখের এদিনটা থেকেই সাপ ধরা শুরু। আর নেত্য এই প্রথম বাবার সঙ্গে সাপ ধরতে বেরল। নেত্য ছেলেবেলা থেকেই সাপ দেখছে। তবে তা বাবার পাশে পাশে থেকে। গত দু বছর ধরে বাবা ওকে সাপ ধরার কায়দা শিখিয়েছে, গর্ত চিনিয়েছে, সাপ চিনিয়েছে। বাবা বলে, শেকড়বাকড় নয়—সাপ ধরার আসল বন্ধু হল চোখ আর হাত। কোন সাপের কি স্বভাব, কোন জায়গা কে পছন্দ করে—বাবার সঙ্গে থেকে নেত্যর এসব এখন জানা। কিন্তু হাতে-কলমে সাপ ধরতে যাওয়া এই প্রথম। তা বাবার মুখ রেখেছে নেত্য। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আর যারা এখন ওদের সঙ্গে ঘরে ফিরছে, তাদের সবার মুখে এখন নেত্যরই কথা—নেত্য আজ একটা সাপ ধরেছে বটে!

এসবই ভাবছিল নেত্য। চিন্তাটায় ছেদ পড়ল। একটু দূরে আন্না দাঁড়িয়ে আছে। নেত্যর বোন। ঠিক ওদের বেড়ার দরজাটার সামনে। বাবা আর নেত্যকে দেখেই আন্না দৌড়ে ভেতরে গেল। মাকে খবর দিতে।

বেড়ার দরজাটা ঠেলে প্রথমে বাবা ঢুকল। পেছনে নেত্য। উঠোনে পা দিয়েই নেত্যর বাবা উঁচু গলায় নেত্যর মাকে ডাকল—শুনছ, কই গেলে? বেরিয়ে দেখ, নেত্য আজ কি কাণ্ডটা করেছে!

ঘরের ভেতর থেকে শাঁখ বাজানর আওয়াজ ভেসে এল। নেত্য জানে শাঁখটা মা-ই বাজাচ্ছে। ফি বছরই এমন দেখে আসছে। এর-পরেই মাকে বেরতে দেখল। ডানহাতের চেটোর ওপর একটা কুলো কাঁধ বরাবর ধরা। দাওয়ার ওপর কুলোটাকে নামিয়ে রাখল মা। কুলোর ভেতরে একটা ছোট মাটির প্রদীপ জ্বলছে। পাশে সিঁদুর কৌটো। রুপোর টাকা একটা। কিছু কুচো ফুল, ধান-দুব্বো। মায়ের পেছনে আন্না। শাঁখটা এখন ওর দু হাতে।

দাওয়ার ওপর উঠে সাপ ভরতি ঝাঁপিগুলো নামিয়ে রাখল বাবা। তারপর ধপাস করে বসে পড়ল। আন্নার দিকে তাকিয়ে বলল, এট্টু জল দে তো আন্না। গলাটা ভিজে নিই। দিনভর ধকলটা তো কম গেল না।

তারপরেই আবার মায়ের দিকে ফিরে বলল, নেত্য আজ যা এট্টা ধরেছে না। একেবারে রাজসাপ।

মুখ ঝামটে উঠল মা।—অত শোর তুলছ কেন? এট্টু থিতু হয়ে বোস তো বাপু। বরণটাও সারতে দেবে নে?

নেত্য দেখল বাবার মুখটা কেমন মিইয়ে গেল। মায়ের ওপর রাগ হল নেত্যর। মা তো জানে না কত পরিশ্রম করে সাপটা ধরতে হয়েছে।

আন্না একটা ঘটি করে জল এনে বাবাকে দিল। বাবা আলগোছে ঢকঢক করে বেশ খানিকটা জল খেল। তারপর ঘটিটা নেত্যর হাতে দিয়ে বলল, নে খা।

এর মধ্যেই মা ঝাঁপিবরণ শুরু করে দিয়েছে। আঙুলের ডগায় গোলা সিঁদুর মাখিয়ে পরপর চারটে ঝাঁপির মাথাতেই ফোঁটা দিল। প্রদীপ ঠেকাল। চোখের ইশারায় আন্নাকে শাঁখ বাজাতে বলে ঝাঁপির ডালা অল্প ফাঁক করে মা এবার ধান-দুব্বো কুচো ফুল ঢোকাতে লাগল। নেত্য দেখছে। এক এক করে তিনটে ঝাঁপিতে ফুল ঢোকাল মা। এবার শেষ ঝাঁপিটা। ওটা বড়। ওটার ভেতরেই আছে নেত্যর ধরা সেই সাপটা। যার জন্য বাবা বাড়ি ঢুকেই হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছিল।

সবে ডালাটা অল্প ফাঁক করেছে মা—হঠাৎ কোথা থেকে কি হয়ে গেল! নেত্য দেখল নিমেষে ঝাঁপির ডালাটা ছিটকে গেল দূরে। মা 'বাপরে' বলে একেবারে তিনহাত পেছনে। আর ডালাহীন ঝাঁপিটার ভেতর থেকে ফোঁস শব্দে ফণা তুলেছে নেত্যর সদ্য ধরা শঙ্খচূড়টা। একেবারে স্থির। শুধু লকলক করছে চেরা জিভটা। ছোবল মারল বলে।

গায়ের ঘেমো গেঞ্জিটা খুলে বাবা ওটা ঘুরিয়েই হাওয়া খাচ্ছিল। কাণ্ড দেখে তরাসে উবু হয়ে বসে পড়েছে। হাতটা উঠে এসেছে সাপ ধরার কায়দায়। কিন্তু তার আগেই নেত্য একেবারে সাপটার মুখোমুখি। চোখের ওপর চোখ রেখে স্থির। সাপটা ছোবল মারার আগেই নেত্যর ডানহাত বাতাস কেটে ছুটে গেল। খপাত করে ধরে ফেলল গলাটা। বাঁ হাত দিয়ে ডালাটা টেনে নিয়ে সাপটাকে আবার ঝাঁপির ভেতর ঢুকিয়ে ডালা বন্ধ করল। তারপর নিজেই ডালাটা অল্প তুলে একটু ফাঁক করে মাকে ডাকল, দাও এবারে ফুল দাও।

মা তখনও হাঁপাচ্ছে। বোন আন্না চোখ বড় বড় করে নেত্যকে দেখছে। আর বাবা? নেত্য দেখল বাবার দু চোখে একরাশ অবাক আর খুশি যেন উপচে পড়ছে।

এবার বুঝছ তো কেন শোর তুলছিলাম। ষোল বছর ধরে তো সাপ ধরে তুলছ। এমন দেখেছ কোনদিন?—বাবা এবার মাকে বাগে পেয়েছে।—চিনলে সাপটাকে? শঙ্খচূড়—অহিরাজ। এ দিগরে তেমন এট্টা মেলে না। দশবছর আগে আমি এট্টা ধরেছিলাম। মনে পড়ে তোমার? আর এই ধরল নেত্য।

মা ভয়ে ভয়ে ঝাঁপিটার ভেতর ফুল ধান-দুব্বো গুঁজে দিল। নেত্য ভাল করে বন্ধ করল ডালাটা। চারটে ঝাঁপি পরপর রেখে দড়ির শক্ত বাঁধন দিল। এবার ঘরে ঢোকাতে হবে ঝাঁপিগুলোকে। ঠাকুরের কুলুঙ্গিতে বিষহরির ছবির সামনে রাখতে হবে। মা কি সব মন্ত্র পড়ে পুজো শুরু করবে তারপর। নেত্য ঝাঁপিগুলো তুলে ঘরের ভেতর ঢুকল। মা শাঁখ বাজাচ্ছে। বুকটা উথাল পাথাল করছে নেত্যর। মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধ জিতে ফিরে এসেছে ও।

বাবাকে আজ কথায় পেয়েছে।—বুঝলে নেত্যর মা, তাবড় তাবড় লোক ঐ সাপটাকে ধরতে হয়রান। তার ভেতর আমিও আছি। লোভ তো কম নয়। রাজসাপের বিষও তো রাজার মতই। ঢালে সবচে বেশি। সাতদিন বাদে বাদে কতগুলো টাকা ভাব একবার! তা সাপটার দেহের ভেতর যেন বিজলী পোরা। একবার ডানে সরে, একবার বাঁয়ে। সব গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে। যার নাগালে যখন যায়, সে তখন কসরত করে। হরিচরণ তো আর এট্টু হলে ছোবলই খাচ্ছিল।

কথা বলতে বলতে বাবার চোখ মুখ যেন ফেটে পড়ছে। মা, আন্না হাঁ হয়ে শুনছে। নেত্যর চোখের সামনে ছবিগুলো ভেসে উঠছে পরপর···

হরিকাকা 'বাপরে' বলে সরে গেল। আর শঙ্খচূড়টা যেন ছিটকে এল নেত্যর সামনে। ফণা তুলে একেবারে সোজা। হিস হিস শব্দ নয়তো, যেন চাবুক আছড়াচ্ছে বাতাসে। ঠিক তক্ষুণি মাথার ভেতর কি যেন হয়ে গেল নেত্যর। ও বুঝতে পারল সমস্ত জোড়া চোখ এখন ওকে আর সাপটাকে দেখছে। সবার নিঃশ্বাস বন্ধ। পাতা পড়লে শব্দ হয়। প্রায় আধঘণ্টা সাপটা ছোটাচ্ছে সবাইকে। বাবা তো হাত মারতে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল। নিমেষে সাপটা পাঁচ হাত দূরে। এবার নেত্যর পালা।

বাবার চিৎকার কানে এল নেত্যর—উবু হয়ে বোস নেত্য···হ্যাঁ···এবার াড়াআড়ি হাত তোল···ওর চোখের দিকে তাকা···চোখ সরাবি নে··· য়ে সরতে পারে· ·শরীলের ঝোঁক ওদিকে রাখ···এবার হাত মার··· র···জয় মা বিষহরি।

নেত্য দেখল শঙ্খচূড়ের গলাটা ওর ডান হাতের মুঠিতে চেপে ধরা। াথাটুকু শুধু বেরিয়ে আছে। বাকি শরীর পেঁচিয়ে ধরেছে ওর হাতটা। াল সামলাতে না পেরে নেত্যর পুরো শরীরটাই মাটির ওপর পড়ে গছে। তবে ডানহাত দেহ থেকে অনেকটা দূরে। তা না হলে ও াপ—ধরা অবস্থাতেও দাঁতে কাটতে পারে।

হৈ হৈ করে ছুটে এসেছে আর সবাই। প্রত্যেকের মুখেই নেত্যর শংসা। এ তো শুধু নেত্যরই জিত নয়। এতগুলো সাপ-ধরুয়ে—কলেরই জিত। ও তাই এখন সকলের চোখের মণি। নেত্য যেন ার সে নেত্য নেই।

এসব মনে পড়াতে এতক্ষণ বাদেও নেত্যর গায়ে আবার কাঁটা দিল। া পুজোয় বসেছে। নেত্যর এখন আর একটুও ঘরে থাকতে ইচ্ছে রছে না। বাইরে আলো কমছে একটু একটু। এইবেলা হাটতলায় া গেলে বন্ধুদের দেখা পাবে না। আর সবার সঙ্গে না হোক, গৌরের ঙ্গে দেখা হওয়া এক্ষুণি দরকার। গৌরকে সব খুলে না বলা পর্যন্ত ান্তি নেই। ও এতক্ষণে নিশ্চয়ই অন্যের মুখ থেকে সব শুনেছে। জ্বরে ড়ে আছে বেচারি। দলের সঙ্গে আজ তাই যেতে পারেনি। তবু, নত্য জানে—গৌর এই শরীরেও হাটতলায় ওর জন্যে ঠিক অপেক্ষা রবে। উঃ, মায়ের পুজোটা যে কতক্ষণে শেষ হবে!

পুজো করতে করতে মা এবার বাবার দিকে তাকাল। বলল, নাও এবার ওগুলো বার কর। সিঁদুর লাগাই।

বাবা নেত্যর দিকে তাকাল। বলল, আবার আমি কেন? নেত্যই করুক।

নেত্য এক এক করে তিনটে ঝাঁপিই খুলল। ডালা অল্প তুলে, ঝাঁপি ঠুকে ঠুকে বুঝে নিল সাপের মুখটা কোন দিকে। তারপর খপ রে এক একটাকে ধরে মায়ের সামনে আনল। খয়ে গোখরো, তঁতুলে কেউটে আর ফুরসা। মা প্রত্যেকের কপালে সিঁদুর ছুঁইয়ে বড়বিড় করে কি যেন বলল। শেষমেশ বড় ঝাঁপি। নেত্য শুনল াবা বলছে, সাবধানে খুলিস রে।

কিছুই ঘটল না। নেত্য শঙ্খচূড়টাকে টেনে ঝাঁপির বাইরে আনল। মা, আন্না দুজনেই কেমন সিঁটকে আছে। নেত্যর হাসি পেল। হাতে ধরা অবস্থাতেও ফুঁসছে সাপটা।

মা ভয়ে ভয়ে সাপটার কপালে সিঁদুর ছোঁয়াল। তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, এ তো দেখছি ডেঁপ (বাচ্চা) এট্টা। তারই এত তেজ!

বাবা হাসল। বলল, বিষহরির দয়ায় এবার বোধহয় কপাল ফিরল নেত্যর মা। আমাদের নেত্য বড় হলে মস্ত সাপ-ধরুয়ে হবে। দেখে নও।

মা কি বলল আর বোঝা গেল না। আন্না শাঁখ বাজাচ্ছে জোরে। নেত্য শঙ্খচূড়টাকে ঝাঁপির ভেতর ঢুকিয়ে বাবাকে বলল, আমি এট্টু হাটতলার থে ঘুরে আসি বাবা।

—যা, তবে রাত করিস না। ধকল তো কম গেল না। চাড্ডি খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়িস আজ।

নেত্য তখন একলাফে ঘরের বাইরে।

উঠোনে নেমে কি মনে হতে আবার ফিরে এল নেত্য। বাবাকে বলল, শঙ্খুর ঝাঁপিটা ঘরেই রেখ।

বাবা কথাটা প্রথমে বুঝতে পারল না।—কার ঝাঁপি?

নেত্য নিজেও অবাক হল একটু। 'শঙ্খু' নামটা সে ভাবল কখন! মুখ দিয়ে নামটা কেমন হঠাৎই বেরিয়ে এল না!

বাবাকে বলল, শঙ্খু গো, শঙ্খু—যেটাকে আমি আজ ধরলাম।

দুই

শঙ্খুই বটে। ফণা তুললে মনে হয় মাথা তো নয়, যেন একটা শঙ্খই বসান। এখন দুপুরবেলা। নেত্য তার ঘরে চৌকির ওপর শুয়ে আছে। দরমাকাটা জানলা দিয়ে রোদের টান টান রেখা ঘরের ভেতর। দরজাটা বন্ধ। নেত্যর বুকের ওপর শঙ্খু। কখনো মাথা নুইয়ে এদিক ওদিক করছে। কখনো নেত্যর হাতের উসকানিতে ফণা তুলে সিধে হচ্ছে। ফণা তুললে শঙ্খুকে এখন ভারি সুন্দর দেখায়। ওকে যখন ধরেছিল নেত্য—তখন ওর বড়জোর মাস দুয়েক বয়স। পিঠের রঙ ঘোর কালো। তার ওপর সাদাটে হলদে রঙের এড়ো রেখা। মাথার ওপরেও রেখা আছে চারটে। একটা নাক বরাবর। চোখ দুটোর সামনে আর পেছনে দুটো। আর একটা রেখা মাথার ঠিক পেছনে শঙ্খুর বয়স এখন দেড়মাস বেড়েছে। ঐসব রেখা উঠে গিয়ে মাথাটা কেমন বাদামি-হলদে রঙের হয়ে যাচ্ছে। গলায় হলদের ছোপ পড়ছে। সবচেয়ে আশ্চর্য শঙ্খুর পেটের নিচটা। এত বিচিত্র রঙের ছোপ তাতে, দেখলে মনে হয় শঙ্খু বুঝি রঙ-ছেটান জায়গা ঘষে উঠে এল। যত দিন যাচ্ছে, শঙ্খু ততই লম্বা হচ্ছে। এখনই তো প্রায় চার হাত ছাড়িয়ে গেছে। শঙ্খু পুরুষ-সাপ। বাবা বলেছে বয়সে ও আরও লম্বা হবে!

সকালে কলকাতা থেকে সেই বাবুটা এসেছিল। এই বাবু অনেক-দিন ধরেই ওদের কাছ থেকে বিষ নিচ্ছে। সাত-দশদিন পর পরই আসে। বিষ নিয়ে টাকা দিয়ে যায়। এই এলাকায় এমন বাবু আসে আরো তিন-চারজন। প্রায় পঁচিশ ঘর সাপ-ধরুয়ে আছে এখানে। বাবুরা ঘর ভাগাভাগি করে নিয়েছে। নলের মত কেমন এক ধরনের কাচের পাত্র থাকে বাবুদের কাছে। ওর ভেতরে করেই বিষ নেয়।

আজ যখন বাবু আসে, তখন নেত্য ঘরে ছিল না। ফিরে দেখে বাবু দাঁড়িয়ে আছে। বাবার হাতে শঙ্খু। কিছুতেই ঝিনুক মুখে ঢোকাচ্ছে না। মুখ চেপে আছে।

নেত্যকে দেখে বাবা হাঁফ ছাড়ল। —ধর তোর শঙ্খুকে। আচ্ছা নচ্ছার সাপ তো! কিছুতেই ঝিনুক মুখে নেয় না।

নেত্য হাসল একটু। বাবার হাত থেকে শঙ্খুকে নিল। ঘাড়টা চেপে ধরল। তারপর ঝিনুকটা নিয়ে শঙ্খুর মুখে ঢুকিয়ে দিল বেশ খানিকটা। আস্তে আস্তে ঘাড়ে আঙুলের চাপ দিতে লাগল। ঝিনুকের ওপর বাধ্য ছেলের মত বিষ ফেলল শঙ্খু। যেন ক-ফোঁটা সরষের তেল। অন্য সাপের চেয়ে শঙ্খু বিষ ঢালে বেশি। দু-তিনবার ঝিনুক ঢোকাতে হয়।

কলকাতার বাবুটা অবাক হয়ে দেখছে। বাবা বলল, দেখলেন কাণ্ড! আমার সঙ্গে কেমন কুস্তি করল!

নেত্য আবার হেসে শঙ্খুকে ঘাড়ের ওপর ফেলে ঘরে ঢুকে গেল।

বিষ ঢেলে শঙ্খুর মাথা এখন হালকা। নেত্য ওকে রাগাবার জন্যে যতবার মাটিতে ফেলে, ততবারই শঙ্খু চৌকির পায়া বেয়ে ওপরে উঠে আসে। একেবারে নেত্যর বুকের ওপর। শুয়ে শুয়েই নেত্য শঙ্খুকে দুহাতে টানটান ওপরে তুলল। বলল, খুব গায়ের গন্ধ চিনেছিস, না? মারব এক থাপ্পড়।

এই দেড়মাসে শঙ্খু সত্যিই নেত্যকে যেন চিনে গেছে। নেত্য ঘরে ঢুকলেই শঙ্খু টের পায়। ঝাঁপির ভেতর ছটফট করে। বাইরে বের করলে তবে ঠাণ্ডা। শঙ্খুকে এখনো পুরো বিশ্বাস করে না নেত্য। বিষ ঢালার পর চার-পাঁচদিন যা একটু ঘাঁটা যায় ওকে। থলিতে বিষ জমলে আবার তফাৎ রাখতে হয়। বলা তো যায় না! বাবা বলে সাপ নাকি পোষ মানে না কখনো। অন্য সাপের কথা নেত্য জানে না

শঙ্খ একেবারে নেত্যর বুকের ওপর

তবে শঙ্খ যে ক্রমেই ওর পোষ মানছে তা বুঝতে পারে। ওর ধারণা শঙ্খ ওকে ছোবলাবে না কখনো।

দরজা ধাক্কাচ্ছে কেউ। গোর নিশ্চই। গোরের সঙ্গে আজ চলন-বিলের বাদাড়ে যাওয়ার কথা। যদি একটা গোসাপ ধরা যায়। কদিন ধরে কি হয়েছে শঙ্খর। মেঠো ইঁদুর কিছুতেই খেতে চাইছে না।

নেত্য উঠে দরজা খুলল। গোরই। নেত্য গোরকে দাঁড়াতে বলে শঙ্খকে ঝাঁপির ভেতর ঢোকাতে গেল। কিছুতেই ঢুকবে না শঙ্খ। পাক মেরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কাণ্ড দেখে গোর হেসে ফেলল। বলল, তোর শঙ্খ আজ হাওয়া খেতে চাইছে। নিয়ে নে সঙ্গে।

কথাটা মনে ধরল নেত্যর। বাবা আজ সদরে গেছে। ফিরতে রাত হবে। শঙ্খকে আজ একটু বাইরে নিয়ে যাওয়াই যায়। মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সোজা।

চলনবিলের বাদাড়ে দুটো গোসাপ ধরল নেত্য। গোর ধরে ফেলল গোটা কতক মেঠো ইঁদুর। শঙ্খকে ঝাঁপির মধ্যে করেই নিয়ে এসেছে নেত্য। ঝাঁপিটা একটা ফাঁকা জায়গাতেই রেখেছে। শঙ্খ খুব ছটফট করছিল। মাথার চাড়ে ঝাঁপির ডালা খুলে ফেলতে পারে। নেত্য তাই ঝাঁপির মাথায় পাথর চাপা দিয়েছে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই গোসাপ আর ইঁদুরগুলো ধরা হয়ে গেল। সঙ্গে আনা বস্তাদুটোর ভেতর সেগুলোকে ঢুকিয়ে নেত্য গোরকে বলল, আয় শঙ্খকে এবার এট্টু হাওয়া খাওয়াই।

চমকে উঠল গোর—তুই সত্যি এখন শঙ্খকে এখানে ছাড়বি না কি?

হ্যাঁ।—গোরের প্রশ্নে নেত্য নিজেই যেন অবাক।—ছাড়ব না তো ওকে সঙ্গে আনলাম কেন? ঝাঁপিতে পুরে হাওয়া খাওয়াব বলে!

আমতা আমতা করল গোর—ওকে ছাড়ার পরে যদি আর ধরতে না পারিস! বাদাড়ে ঢুকে যায় যদি!

হাসল নেত্য। নিজের হাতটা গোরের সামনে মেলে বলল, চুম্বক আছে বুঝেছিস। শঙ্খ যেখানেই যাক, এই হাতের টানে ওকে আবার ঝাঁপিতেই ঢুকতে হবে।...যাকগে সর। ঝাঁপি খুলি।

ঝাঁপিটা খুলে ফেলল নেত্য। সঙ্গে সঙ্গেই শঙ্খ খাড়া। এদিক ওদিক মাথা হেলিয়ে চারপাশটা যেন একবার বুঝে নিল। জিভ বের করে বাতাসে কি যেন খুঁজল। নেত্য দেখল শঙ্খ চঞ্চল হয়ে উঠছে। অনেকদিন বাদে আবার ঘাস-মাটির গন্ধ। চঞ্চল হবারই কথা।

মাথাটা নামাল শঙ্খ। ফণা মুড়ল। তারপর ঝাঁপির ওপর দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে সরসর করে ঘাসের ওপর নেমে এল। নেত্য ঠিক শঙ্খর পেছনেই।

এঁকেবেঁকে শঙ্খ এগোচ্ছে। নেত্য পাশে পাশে। শঙ্খর গতির সাথে তাল রাখতে ওকেও গতি বাড়াতে হচ্ছে। হঠাৎ শঙ্খ আবার ফণা তুলল। কি একটা যেন দেখেছে।

গোর বলল, এবার ওকে ঝাঁপিতে পোর নেত্য। ওর রকম ভাল দেখি না।

নেত্য গোরের ওপর রেগে গেল—তুই থাম তো। তখন থেকে খালি ব্যাজর ব্যাজর করছিস।

কথাটা বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল নেত্য। কয়েক পলক। এরপরেই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে শঙ্খ তীরবেগে দৌড়চ্ছে। মুখ, বুক দুটোই শুকিয়ে গেল নেত্যর। আর একটু দূরেই বাদাড়। ওর ভেতরে শঙ্খ একবার ঢুকলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

নেত্যও দৌড়ল। পেছন পেছন গোর। কিন্তু শঙ্খ যেন ডানা পেয়েছে। যা ভয় করছিল নেত্য, তাই হল। ওর কাছে পৌঁছবার আগেই বাদাড়ের আলো-আঁধারিতে ঢুকে গেল শঙ্খ। নেত্য গোরের দিকে তাকাল। গোর অস্ফুটে শুধু বলল, কী হবে নেত্য!

বড় বড় হোগলা মাথা তুলে আছে। নিচেটা স্যাঁতসেঁতে। কোথাও কোথাও জল ছপছপ ভিজে। ভেতরে ঢুকলেই একটা বোঁটকা গন্ধ নাকে আসে। আধো অন্ধকার। গোরকে নিয়ে নেত্য ওর ভেতরে ঢুকল। দুহাতে হোগলা সরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। মাথার ভেতর সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। গোরের কাছে একটু আগেই বড়াই করেছিল। আর এখন গোরকে মুখ দেখাতে ইচ্ছেই করছে না। সবচেয়ে ভয় বাবাকে নিয়ে। শঙ্খকে পাওয়া না গেলে বাবা হয়ত ওকে মেরেই ফেলবে। ফি হপ্তায় শঙ্খর বিষ ভাল টাকাতেই বিক্রি হয়। শঙ্খর জন্যেই ওরা এখন দুবেলা খেয়ে-পরে আছে। অন্য সাপের বিষ আর কতটুকু।

কখনো উবু হয়ে বসে, কখনো কুঁজো হয়ে হেঁটে অনেক খুঁজল নেত্য আর গোর। শঙ্খ কোথাও নেই। পায়ে রাক্ষুসে মশারা হুল ফোটাচ্ছে। যন্ত্রণায় চিড়বিড় করছে জায়গাগুলো। সূর্যটা একেবারেই ঢলে পড়েছে। বাইরে একটা ফিকে আলো। বাদাড়ের ভেতরে তা-ও নেই। এর ভেতর কোথায় খুঁজবে শঙ্খকে!

আরও বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পর গোর বলল, এবার ফিরে চল নেত্য। শঙ্খ এই বাদাড়ের ভেতরই কোথাও আছে। কাল সকাল থেকে আবার খুঁজব।

নেত্যর বুক ঠেলে কান্না বেরতে চাইছে। ধরা গলায় বলল, যদি এ জায়গা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যায়?

—দূর! জলা জায়গা পেলে শঙ্খচূড় আর কোথাও নড়ে নাকি? আর যাবেই বা কোথায়? ওদিকে বিল, এদিকে মাঠ। আমার কী মনে হয় জানিস?

কী?—নেত্যর গলা অধীর হয়ে উঠেছে।

—শঙ্খ কোন শিকার পেয়েছে। এই ধর হেলে, ছোট জলঢোঁড়া—বা অন্য কিছুও পেতে পারে। গিলতে সময় নিচ্ছে। তাই বেরতেও পারছে না।

গোরের কথাটা নেত্যর মনে ধরল। একটা রাত কোনরকমে কাটাতে পারলেই কাল সকাল থেকে আবার খোঁজা যাবে। নেত্যকে বলল, তবে চল। এখন ফিরি।

দুজনে এবার ফিরতে লাগল। কারোর মুখে কোন কথা নেই। শুধু

হোগলা ঠেলার সরসর আওয়াজ। ঝোঁকের মাথায় অনেকটা ভেতরে চলে এসেছিল ওরা।

বাদাড় থেকে বেরিয়ে দুজনেই দম নিল খানিক। চারপাশে অন্ধকার নেমেছে। গৌর আগে আগে হাঁটছে। নেত্য পেছনে। ওর পা যেন নড়তেই চাইছে না। নিজেকে টেনে টেনে এগোচ্ছে নেত্য। আরও খানিকটা যেতে হবে। মাঠের ওপর গোসাপ আর মেঠো ইঁদুর পোরা বস্তাদুটো আছে। আর আছে শঙ্খুর শূন্য ঝাঁপিটা।

গৌর অনেকটা এগিয়ে গেছে। ওকে এখন ছায়ার মত লাগছে। দূরে বড়সড় চাঁদ উঠেছে। কাছেই বোধহয় পূর্ণিমা। হঠাৎ গৌরের চিৎকার শুনতে পেল।—শীগ্‌গির আয় নেত্য। দেখ এসে।

নেত্য দৌড়ল। গৌর ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—যেখানে বস্তা আর ঝাঁপিটা ফেলা। সেদিকে তাকিয়ে নেত্য থ। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

ঝাঁপির ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে শঙ্খু। মুখটা বের করা। এই আলোতেও শঙ্খুর চোখদুটো পরিষ্কার দেখতে পেল নেত্য। এই চোখ তার চেনা। দুষ্টুমি করার সময় শঙ্খু নেত্যর দিকে এভাবে তাকায়।

তিন

কদিন ধরে টানা বৃষ্টি হল। এ জায়গার শক্ত মাটিও এখন ভিজে জবজবে। তবে কাদা নেই। নরম মাটির ওপর হাঁটতে বেশ লাগে। চারদিকের ডোবা পুকুরগুলো জলে থৈ থৈ।

বৃষ্টি শুরু হবার পর থেকেই শঙ্খু খাচ্ছে না। ঝাঁপি থেকে বেরতেও চাইছে না। বের করলে ঘরের কোণায় গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। চোখ ঘোলাটে।

এসব লক্ষণ চেনে নেত্য। শঙ্খু কদিন বাদেই খোলস ছাড়বে। এত তাড়াতাড়ি শঙ্খু বাড়ছে যে ওকে খোলস ছাড়তে হয় ঘনঘন। বাবা বলে শঙ্খু নাকি ওর জাতের সাপের চেয়ে একটু আলাদা। এই বয়সে এতটা বাড় শঙ্খচূড়ের হয় না। শঙ্খু এখন লম্বায় ছ হাত ছাড়িয়ে গেছে। ভারীও হয়েছে বেশ।

শুধু আকারেই নয়, স্বভাবেও শঙ্খু বেশ আলাদা। সাপ নিয়ে ঘর। ছেলেবেলা থেকেই নেত্য সাপ দেখছে। শঙ্খচূড় নয় দেখেনি তেমন। অন্য সাপ তো দেখেছে। তারা কেউই শঙ্খুর মত নয়। বাবাও নাকি শঙ্খুর মত স্বভাবের সাপ আর দেখেনি।

সেদিন শঙ্খু বাদাড় থেকে বেরিয়ে নিজেই ঝাঁপিতে চলে এসেছিল। আর একদিন নেত্যর ভুলে ঝাঁপি খোলা পেয়ে শঙ্খু বেরিয়ে গিয়েছিল। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যায়নি। পরের দিন দেখা গেল নিজেই ফিরে এসেছে। নেত্য তখন ঘুমোচ্ছিল। দুপুরবেলা। হাতের ওপর সুড়সুড়ি লাগতে তাকিয়ে দেখে শঙ্খু মুখ ঘসছে। পেটের অংশ বেশ ফোলা। ধনাকাকার বাচ্চা মুরগীটা পাওয়া যাচ্ছিল না। নেত্যর ধারণা মুরগীটা শঙ্খুরেই পেটে।

শঙ্খুর খোলস ছাড়ার সময় হলে নেত্য যেন কটাদিনের ছুটি পায়। আর কদিন বাদেই সংক্রান্তি। রাজার গড়ে ঝাঁপানের মেলা বসবে। দূর দূর থেকে জাত সাপুড়েরা তাদের বাছাই সাপ নিয়ে আসবে। নানা রকম কসরত দেখাবে। নেত্যকে সবচেয়ে বেশি টানে সাপের লড়াই। এ লড়াইয়ে জেতার সম্মানই আলাদা। পর পর দুবছর জিতেছে দিগেনের সাপ।

বেলা দশটা হবে। হাটতলার মাচার ওপর বসে এসব কথাই হচ্ছিল। নেত্য, গৌর আর সব ওদের বয়সী ছেলেরা। দিগেনের চ্যালা লখাইও জটলায় আছে। দিগেন নাকি এবার একটা পদ্ম-গোখরো আসরে নামাবে। এই বোশেখেই ধরেছে সাপটাকে। ফণা তো নয়, যেন ধানঝাড়ার কুলো একটা। দিগেন সাপটাকে দুবেলা তালিম দিচ্ছে।

গৌর লখাইকে তাতাবার জন্য বলল, দিগেনদাকে বলিস এবার আর জিততে হবে না। কামরূপ থেকে এক সাধু আসছে। সঙ্গে আনছে একটা চারফণার সাপ। তোদের পদ্ম গোখরো ঐ চারফণা দেখলেই পালাবে।

কথাটা কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। নেত্য জানে গৌর পুরো তাপ্পি মারছে। ওসব চারফণা-টনা বাজে কথা। লখাইকে ভড়কে দেয়ার ধান্দা।

লখাই গুম হয়ে গেল। গৌর বলল, কি রে চুপ মারলি কেন? তোর দিগেনদার কেত্তন আবার শুরু কর।

লখাইকে দেখতে পারে না গৌর আর নেত্য। ওর চালবাজির জন্য। সুযোগ পেলেই লখাইকে তাতিয়ে দেয় ওরা।

গৌরের কথায় লখাই রেগে গেল। বলল, ওসব চারফণা কেন বাপের ব্যাটা হোস তো একটা একফণা নিয়েই লড়ে যা। মুরোদ দেখব। অবশ্য তুই কি করেই বা লড়বি! তোর বাপ তো ব্যাঙ ধরে সাপের তুই কী বুঝিস?

কথাটা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। গৌরের বাপ সত্যিই ব্যাঙ ধরে। আশেপাশের সবই সাপ-ধরুয়ের ঘর। বন্ধুরা এজন্য গৌরকে মাঝে মাঝেই ক্ষ্যাপায়। নেত্য জানে গৌর এতে কষ্ট পায় খুব। নেত্যর সঙ্গে থেকে থেকে গৌর তাই সাপ চিনছে। সাপ ধরাও শিখছে। বড় হয়ে ও সাপই ধরবে ঠিক করেছে।

নেত্য দেখল গৌরের মুখটা কালো হয়ে গেল। ওর নরম জায়গাটায় ঘা দিয়েছে লখাই। ও চুপ হয়ে গেল। লখাই বলল, কি রে তুই এবার চুপ মারলি কেন?

গৌর মাচা থেকে নামল। তারপর মুখ নিচু করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। নেত্য এতক্ষণ পুরো ব্যাপারটাই উপভোগ করছিল গৌরকে ওভাবে নামতে দেখে ওর খুব খারাপ লাগল। গৌর ওর বন্ধু সব সময়ের সঙ্গী। সে লখাইয়ের দিকে ফিরে বলল, তুই ওর বাপ তুললি কেন?

—যা যা বেশ করেছি। তোর গায়ে লাগছে কেন?

—লাগছে বন্ধু বলে।

—হুঁঃ বন্ধু! তা বন্ধুর হয়ে তুই-ই এবার সাপ লড়া না। মুরোদ বুঝি। তুই তো সাপ-ধরুয়ের ব্যাটা। কি একটা সাপ ধরেছিসও শুনতে পাই।

নেত্যর মাথার ভেতরে যেন হাজার ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডেকে উঠল। এমন আঁতে ঘা দিয়ে কথা ওর পিত্তি জ্বালিয়ে দিল। এক ঝটকায় মাচা থেকে নেমে পড়ল সে। দেখল একটু দূরে গৌর পাংশুমুখে সমস্তটা শুনছে।

লখাইয়ের কথাগুলো কানে ছ্যাঁকার মত লাগল।—সাপটা নাকি তোকে চুমু খায়। তোর সঙ্গে শোয়। সোহাগ করে কি একটা নামও রেখেছিস। তা তোর সেটার কেরামতিই এবার একটু দেখা।

ঠিক যতখানি এগিয়ে ছিল গৌর, লখাইয়ের কথা শুনে ঠিক ততটাই আবার ফিরে এল। নেত্য দেখল গৌর পলকহীন চোখে ওকে দেখছে। ঠোঁটটা কাঁপছে বিড়বিড়। যেন কিছু বলতে চাইছে। কপালে ঘাম জমেছে বিন্দু বিন্দু। গৌরের মনের কথা বুঝতে পারল নেত্য। সে এবার চেঁচিয়ে উঠল, শুনে নে লখাই। তোর দিগেনদাকে এবার আমার শঙ্খুর মোকাবিলা করতে বলিস। বিষহরির দিব্যি। যদি জিতি তবে তোর ঘাড় আমি গৌরের পায়ে ভাঙব।

কে একজন উসকে দিল, আর যদি হারিস?

—ওদের দুজনের জুতো মুখে করে হাটতলায় নিয়ে আসব।…চল গৌর।

ফেরার পথে গৌর বলল, দিব্যি তো কাটালি। এদিকে শঙ্খচূড় যে খোলস ছাড়বে সে খেয়াল আছে? তিনদিনের ভেতর যদি খোলস না ছাড়ে, ওকে লড়াবি কী করে?

কথাটা ঠিকই। উত্তেজনায় নেত্য এসব ভেবে দেখেনি। শঙ্খচূড় এখন মড়ার মত পড়ে আছে। খোলস না ছাড়া অবধি এমনই থাকবে। নেত্য কথাটার কোন উত্তর দিল না। মাথার ওপর ঝা ঝা করছে রোদ। গলা, বুক শুকিয়ে কাঠ। বাড়ি গিয়ে আগে এক ঘটি জল খেতে হবে। তারপর অন্য চিন্তা।

উঠোনে পা দিয়েই নেত্যর বুকটা চলকে উঠল। পেছনে গৌরও আছে। উত্তেজনায় নেত্যর ঘাড়টা চেপে ধরেছে জোরে। উঠোনের মাঝখানে টানটান শরীরে ফণা মেলে সূর্যের ওম নিচ্ছে শঙ্খচূড়। ছবির মত স্থির। যেন সূর্য প্রণাম করছে। বোঝাই যাচ্ছে কিছু আগে খোলস ছেড়েছে। চকচকে গায়ের ওপর রোদ ঠিকরোচ্ছে। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে তাতে।

গৌর শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল। বোঝা গেল ওর বুক এখন হালকা। বলল, বিষহরির দয়া আছে বলতে হবে। তুই দেখিস নেত্য, আমরা জিতবই।

দৌড়ে গিয়ে শঙ্খচূড়কে দু হাতে তুলে ধরল নেত্য। শঙ্খচূড়ের মুখটা গালে ঠেকিয়ে সোল্লাসে বলে উঠল, কি রে শঙ্খচূড়—জিততে পারবি না?

শঙ্খচূড় জিভ বার করে নেত্যর গালটা চেটে দিল একবার।

ঝাঁপান বেশ জমে উঠেছে। জায়গায় জায়গায় ভিড়, জটলা আর চিৎকার। সব জায়গারই মধ্যমণি হয় কোন সাপুড়ে, না হয় গুণিন। ওদের হাঁকডাকেও কান পাতা দায়। কেউ গলায় ঝোলাচ্ছে দশটা সাপ, কেউ ঝোলাচ্ছে বিশটা। কেউ কেউ শেকড়বাকড়, ঢেমনা সাপের শিরদাঁড়ার তেল—এসব বিক্রি করছে। কেউ সাপের মাথা মুখে পুরছে, কেউ কোনো সাপকে পাকিয়ে গিঁটের পরে গিঁট দিয়ে প্রমাণ করছে এ সাপের দেহে কোন হাড় নেই। কোথাও মন্ত্রের উতোর-চাপান্‌ খেলা। কোথাও বাণ মারার কারসাজি।

তবে সবচেয়ে বেশি ভিড় আর চিৎকার লড়াই-বাথানে। সাপের লড়াই আশেপাশের আর কোন ঝাঁপানে হয় না। রাজার গড়ের ঝাঁপানের আকর্ষণ তাই বেশি। দিগেনের পদ্ম-গোখরো ঠিক মাঝখানটায় ফণা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছড়ান ফণায় যে কোন মানুষের মাথা ঢেকে যাবে। সারা দেহটায় লাল আভা যেন ঠিকরে বেরচ্ছে। সত্যিই সুন্দর দেখতে সাপটা।

দিগেনের মাথাতেও একটা লাল কাপড় বাঁধা। চোখদুটোও লাল। নির্ঘাৎ ধেনো টেনে এসেছে। দেখতে লাগছে ঠিক ডাকাতের মত। লখাইয়ের পরনে একটা চকরা-বকরা শার্ট। হাতে কাঁসর।

এক-এক করে তিনজন দিগেনের সাপের সঙ্গে লড়াইয়ে হার মেনেছে। এক-একজন হারে আর লখাইয়ের হাতের কাঁসর ট্যাং ট্যাং করে বেজে ওঠে। লখাইয়ের পেছনে ঐ দলের আরও কয়েকজন। ওরা ক্যানেস্তারা পেটায়। আওয়াজ থামলে শুরু হয় লখাইয়ের চ্যাঁচানি। বাংলা-হিন্দী জগাখিচুড়ি করা সে এক অদ্ভুত চিৎকার।—আউর কোই হ্যায়, মা কা দুধ পিনেবালা আদমি।...হিম্মতবালা কোই হ্যায় তো সামনে আ যাও। লড়ে যাও লড়ে যাও, তাকতওলা সামনে আও।

হঠাৎ পেছন দিকে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল। দেখা গেল সামনের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে নেত্য আর গৌর। গৌরের মাথায় একটা ঝাঁপি। যারা জানত ব্যাপারটা, তারা এবার হৈ হৈ করে উঠল। ওদের দেখে লখাই একদলা থুথু ছেটাল সামনে। দিগেন হাতের লাঠিটাকে আরো জোরে চেপে ধরল।

বাথানটার ভেতর ঢুকে গৌর ঝাঁপিটা নামাল। নেত্য চারপাশে তাকাল একবার। বহু পরিচিত মুখ। বাবার বন্ধুরাও কেউ কেউ আছে। বাবাই শুধু নেই। কাল রাত থেকেই বাবার ধুম জ্বর। সেজন্যই ওদের আসতে একটু দেরি হল।

ঝাঁপির ডালাটা তুলল নেত্য। শঙ্খচূড় মাথা ঝাড়া দিল সঙ্গে সঙ্গেই। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। এই কদিন কিছু খায়নি শঙ্খচূড়। লড়াইয়ের জন্যই কিছু খেতে দেয়নি নেত্য। তার ওপর কালকেই বিষ ঢেলেছে। ফোঁস ফোঁস শব্দ নয়ত, যেন হাপর টানছে কেউ।

ঝাঁপিটার ওপর হাতের টোকা দিতে লাগল নেত্য। শঙ্খচূড় যেন ইঙ্গিতটা বুঝল। মাথাটা একটু নামিয়ে দেহটাকে পুরো টেনে আনল বাইরে। ওদিকে দিগেনও তার পদ্ম-গোখরোর পাশে মাটির ওপর লাঠির বাড়ি মারছে। পদ্ম-গোখরোর ফণাটা দুলে দুলে উঠছে তাতে।

ফণাটাকে কখনো বাড়িয়ে, কখনো কমিয়ে শঙ্খচূড় একটু একটু করে এগোচ্ছে। দিগেনের উসকানিতে এগিয়ে আসছে পদ্ম-গোখরোটাও। এবার একেবারে মুখোমুখি। মাঝে হাত দেড়েকের ফাঁকা জমি। সমস্ত লোক নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে। চোখের পাতাটা পর্যন্ত পড়ছে না।

শঙ্খচূড় একেবারে ছবির মত স্থির। যেন একটা সাপমুখো পেতলের পিলসুজ। মাথার ওপর প্রদীপ রেখে জ্বালান যায়। শুধু ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছে একটা।

ফুঁসছে দিগেনের সাপও। চঞ্চল মাথাটা চামরের মত দুলছে এদিক ওদিক। দিগেন মাটিতে চাপড় মেরে মেরে ওকে উসকোচ্ছে। সাপটা শঙ্খচূড়ের চেয়ে একটু খাটো।

সাঁ করে বাতাস কাটার শব্দ। চাবুকের মত আছড়ে পড়ল দিগেনের সাপ। গায়ে লাগলে শঙ্খচূড় ছিটকে যেত। কিন্তু সবাই অবাক হয়ে দেখল নিজের দেহটাকে একপাশে হেলিয়ে সামান্য একটু জায়গা বদলাল শঙ্খচূড়। তারপর আবার সেই পিলসুজের মত স্থির। দিগেনের সাপের ছোবল জমির ওপর পড়েছে।

আবার ছোবল দিল দিগেনের সাপ। শঙ্খচূড় এবারও হেলে গেল একটু। যেন কেউ ওকে শিখিয়ে দিয়েছে। দিগেনের সাপ হেনস্থায় একশেষ। আশেপাশের লোকেরা স্তম্ভিত। কেউ কেউ রকম দেখে হাসছে।

দিগেনও সাপের মতই ফুঁসছে। পারলে নিজেই লাঠির এক ঘায়ে শঙ্খচূড়ের মাথাটা ফাটিয়ে দেয়। আড়চোখে একবার লখাইকে দেখল গৌর। ওর মুখ দেখেই বোঝা যায় ও বেশ ঘাবড়ে গেছে। নেত্যকে এত গম্ভীর আগে কখনো দেখেনি গৌর। চোখ চেয়ে যেন ধ্যান করছে।

আরো কয়েকবার দিগেনের সাপ শঙ্খচূড়ের ওপর ঝাঁপাল। শঙ্খচূড় একই কায়দায় বাঁচাল নিজেকে। দিগেনের সাপ এবার হাঁফাচ্ছে। যেন এই সুযোগটাই খুঁজছিল শঙ্খচূড়। মাথাটা সপাটে এক কানাচে নামিয়ে আনল। হি-ই-স-স শব্দ হল একটা। দিগেনের সাপ ওর ছোবলের ধাক্কায় ছিটকে গেল দূরে। তারপর সুরসুর করে ফণা নামিয়ে দৌড়। দিগেন না ধরলে বোধহয় তল্লাট ছেড়েই পালাত।

ততক্ষণে বেজে উঠেছে কাঁসর-ঘণ্টা। নেত্যকে মাথায় তুলতে ছুটে আসছে সকলে। শঙ্খচূড়কে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মত পড়ছে সিকি-আধুলি। লখাই ভিড়ের মাঝে গা ঢাকার জন্য দৌড়ল। নেত্যর নজরটাও ছিল সেদিকে। গৌরকে বলল, শঙ্খচূড়কে শীগগির ঝাঁপিতে পোর, আমি আসছি।

লখাই সবে কয়েক হাত এগিয়েছে, নেত্য এক লাফে তার সামনে। বলির পাঁঠাকে যেভাবে টানে, লখাইকেও সেভাবে টেনে আনল। একেবারে বাথানের মাঝখানে। তখনো বেশ কিছু লোক বাথান ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। লখাইকে এক ধাক্কায় গৌরের পায়ের ওপর ফেলল নেত্য। তারপর ঘাড়টা চেপে ধরে বলে উঠল, বিষহরির দিব্যি ছিল, ভুলে গেলি। এবার ডাক তোর দিগেনদাকে। এসে তোকে বাঁচাক।

চার

ঝাঁপানের পর থেকেই নেত্যর কদর যেন অনেক বেড়ে গেছে। কদর বেড়েছে শঙ্খরও। হাটে-মাঠে নেত্যর সঙ্গে যারই দেখা হয় সেই শঙ্খর খবর নেয়। লখাই আর হাটতলার মাচায় বসে না। পথে কোনো সময় দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। যেন নেত্যকে চেনেই না। দিগেনের সঙ্গেও দেখা হয়েছে কয়েকবার। এমনভাবে তাকিয়েছে নেত্যর দিকে, পারলে যেন মুণ্ডুটা গিলে খাবে ওর।

পুজো কেটে গেছে। কদিন বাদেই কোজাগরী পূর্ণিমা। ঐ রাতে নাকি ধানের বুকে দুধ আসে। তারপরেই নলডাঙা সংক্রান্তি। আশ-পাশের চাষীরা ধানের খেতে নল বাঁধে। আর ঐদিনই আবার দলে দলে বেরয় সাপ-ধরুয়ের দল। তবে এবার আর সাপ ধরা নয়। সাপ ছেড়ে আসতে হবে সেই জায়গায়, যেখান থেকে সাপগুলোকে ধরেছিল। এটাই নিয়ম। এই নিয়ম চলে আসছে বহু বছর ধরে। এর অন্যথা করে না কেউ।

গত কদিন ধরেই নেত্যর মন এই কারণে বিগড়ে আছে। শঙ্খর মত সাপ ছেড়ে দিতে হবে—এটা নেত্য কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। আর শঙ্খ দিন দিন যেমন ন্যাওটা হয়ে উঠছে, ওকে ছেড়ে নেত্য থাকবে কী করে? দুটো ঘণ্টা শঙ্খকে না দেখলে নেত্য অস্থির হয়ে ওঠে। ঘরে ঢুকে দেখতে পায় শঙ্খও ঝাঁপির ভেতর ছটফট করছে। খেতে দিতে দেরি হলে অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে আদর করলে তবে বাবুর রাগ ভাঙে। ওকে ছেড়ে নেত্য একদিনও থাকতে পারবে না।

যত দিন এগচ্ছে, নেত্যর বুকে যেন ঢেঁকি ভাঙছে। গৌরের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে নেত্য। মন খারাপ গৌরেরও। দুজনে অনেক ভেবেও কোনো সুরাহা করতে পারেনি।

সেদিন রাতে খেতে বসে বাবার কাছে কথাটা পেড়েই বসল নেত্য।—সংক্রান্তির দিন শঙ্খকে আমি ছাড়ব না।

বাবা খাচ্ছিল। নেত্যর কথা শুনে ভাত চিবোন ভুলে গেল। বলল, কি সব অলুক্ষুণে কথা বলিস। ঐ দিনের পর সাপ কেউ ঘরে রাখে নাকি!

—কেউ না রাখুক, আমি রাখব।

নেত্যর এমন গলা বাবা কোনদিন শোনেনি। খাওয়া ফেলে নেত্যর দিকে তাকিয়ে থাকল খানিক। নেত্যর মনের ব্যথাটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তার। ঐ বয়সে তারও অমন হয়েছে। নরম গলায় বলল, এমন কথা বলতে নেই বাপ। বিষহরি কুপিতা হবেন।

নেত্য বলতে যাচ্ছিল—রাখ তোমার বিষহরি। বলল না। নিজেকে সামলে নিল। নেত্যকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা মুখ খুলল আবার।—বোশেখ থেকে কাত্তিক—এই কমাস ওনাদের ঘরে রাখ, ব্যবসা কর, পয়সা কামাও। কিন্তু নলডাঙা সংক্রান্তির দিন আবার ফিরে দিয়ে এস ওনাদের। অন্যথা করলে ঘোর অমঙ্গল হয়। আবার বোশেখে দিন আসুক। সেই জাগায় গিয়ে ধন্যে দাও। দেখ তোমার সাপ তোমার হাতেও ফিরে আসতে পারে।

নেত্য আর থাকতে পারল না। বলল, ওসব বাজে কথা রাখ তো। ছমাস বাদে ছাড়া সাপ ফিরে পাবে! সাপ তোমার জন্যে বসে থাকবে কিনা। কে কটা ছাড়া সাপ ফিরে পেয়েছে দেখাও তো।

—আরে, ফিরে পেলে তো তার ভাগ্য খুলে গেল। যার-তার ওপরে কি বিষহরি এ দয়া করে?

রেগে গেল নেত্য।—সাপ বল, সাপ। ওসব বিষহরি-টরি বুঝি না। লোকে যেমন কুকুর, বেড়াল, গরু, পাখি পোষে, আমি তেমন শঙ্খকে পুষেছি। ওকে আমি ছাড়ব না, এই সাফ বলে দিলাম।

মা রান্নাঘরে কাজ করছিল। নেত্যর এমন গলা শুনে ঘরে ঢুকল। মাকে দেখেই বাবা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল, শোন নেত্যর মা, তোমার ছেলের কথা শোন। উনি এবার সাপ ছাড়বেন না।

মা ব্যাপারটা প্রথমে কিছুই বুঝল না। বলল, তার মানে?

বাবা রেগে গেছে। বলল, মানে তোমার ছেলেকে শুধোও। সাতজন্মেও এমন পাপকথা শুনিনি।

নেত্যর গা রাগে চিড়বিড় করে উঠল। বলল, পাপ? কিসের পাপ? জঙ্গলের জীবগুলোকে ঘরে নে এসে ব্যবসা কর, মাথা চেপে বিষ ঢালাও—এসব পাপ না? আর আমি যেই ভালবেসে ঘরে রাখতে চাইছি—অমনি সব পাপ পাপ করে চেঁচাচ্ছ।

বাবা একটু থতিয়ে গেল। বলল, ওরে ঐ পাপ করি বলেই তো ওনাদের আবার ছেড়ে দিয়ে প্রাচিত্তির করতে হয়।

আমি ছাড়ব না,—নেত্য চেঁচিয়ে উঠল।—সে তুমি যাই বল। সাপ ছেড়ে দিয়ে আবার পেটের জন্য এই ছমাস জলে-বিলে ড্যাং-ড্যাং করে আমি মাছ ধরতে পারব না। যে হাতে সাপ ধরি, সে হাতে ধরব মাছ! এমন লজ্জার কথা কে কবে শুনেছে!

—এর মধ্যে লজ্জাটা তুই কোথায় দেখলি। এ দিগরের সবাই তো তাই করে।

—করুক। আমি করব না।

মা এতক্ষণ বাপ-ছেলের ঝগড়া শুনছিল। ব্যাপারটা এবার বোঝা গেছে। বলল, তোমরা আগে খেয়ে ওঠ তো। এসব কথা পরেও বলা যাবে।

বাবা আধ-খাওয়া পাত ছেড়ে উঠে পড়ল। নেত্যর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, তবে আমার কথাটাও শুনে নাও। যদি শঙ্খকে না ছাড়তে পার, তবে ওকে নিয়ে এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। আজই। বুঝেছ।

এই কথাটা শোনার জন্য নেত্য তৈরি ছিল না। খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ল। মা দুজনকেই বাধা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু বাবা তক্ষণে উঠে ঘরের বাইরে চলে গেছে। নেত্যও এঁটো হাতে ঘর ছেড়ে বাইরে এল। শুনল ঘরের ভেতর মা বলছে, আমার হয়েছে যত জ্বালা। যেমন বাপ, তেমন ব্যাটা—দুটোই গোঁয়ার।

বাবা দাওয়ায় বসে বিড়ি ধরিয়েছে। মা এল সেখানে।—তোমাকেও বলি বাপু, বাচ্চা ছেলের সঙ্গে অত খেঁকিয়ে কথা বল কেন? ওতে ওরা বাগ মানে না।

নিজের ঘরে ঢোকার সময় নেত্য শুনল বাবা বলছে, তুমি মাথায় তুলে বাগ মানাও গে।

শঙ্খর ঝাঁপিটা হাতে নিয়ে নেত্য ঘর ছেড়ে বেরতে যাবে, মা ঘরে ঢুকল। নেত্যর আপাদমস্তক দেখল খানিক। তারপর বলল, কোথায় যাচ্ছিস?

নেত্য চুপ করে রইল।

মা ধমকে উঠল, তুইও ট্যাটন কম না। বোস এখেনে। ঘর থেকে বেরবি তো ঠ্যাং ভেঙে দেব তোর।··· আমি আসছি এট্টু পরে।

মার বলায় কিছু একটা ছিল। অমান্য করতে সাহস হল না নেত্যর। ও শঙ্খর ঝাঁপিটা আবার নামিয়ে রেখে চৌকির ওপর বসে পড়ল।

এতটা বয়স পর্যন্ত নেত্য কোনদিন বাবার মুখের ওপর রা কাড়েনি। যা বলেছে, তাই করেছে। কিন্তু আজ যে মাথার ভেতর কি হল! মাথাটা এখনো গরম হয়ে আছে। ও ছাড়বে না শঙ্খকে। তার জন্য দরকার পড়লে বাড়িই ছেড়ে দেবে।

বেশ কিছু সময় পর মা ঢুকল। বাবা বড়ঘরে শুয়ে পড়েছে। রাত হয়েছে বেশ। এসব না ঘটলে নেত্যও এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ত।

মা এসে নেত্যর ঠিক পাশেই বসল। বলল, অত মাথা গরম করিস কেন। বোকার হদ্দ একটা। বাপের সঙ্গে গিয়ে শঙ্খ্কে ছেড়ে আয়। এট্টা গত্ত দেখে ছাড়বি। শঙ্খ্ গত্তে ঢুকে গেলে বাপের চোখ এড়িয়ে কাঠ-কুঠো দে ঢেকে দিবি গত্তটা। পারলে এট্টা বাসা মত করে দিবি গত্তটা ঘিরে।

নেত্য মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মা আসলে বলতে চাইছে কী?

—রোজ যাবি। শঙ্খ্ তোর গায়ের গন্ধ চেনে। দেখলেই সামনে আসবে। এতে তোর অমত কিসের? বাড়িতে ঝাঁপির ভেতর থাকত, সে জায়গায় জঙ্গলে থাকবে। তুই, গৌর—দুটোয় মিলে এই ছমাস ওকে পাহারা দিতে পারবি না? আবার বোশেখে দিন আসুক। ধরে ঘরে নে আয়। কী, আমার কথাটা বুঝলি?

সবই বুঝছে নেত্য। মায়ের বুদ্ধিটা মন্দ লাগছে না। বলল, কিন্তু দূরে চলে যায় যদি?

—তা লে কী সাপ-ধরুয়ের ব্যাটা তুই! বাপের কাছে সাপ-চালান কী শিখলি অ্যাদ্দিন? একবার আস্তানা পাতলে সাপ সে জায়গা ছেড়ে বেশি দূরে যায় না। গেলেও আবার ঠিক সময়ে ফিরে আসে। এসব জানিস না?

নেত্য মাকে খুশিতে জড়িয়ে ধরল।

পাঁচ

গৌরের কাছে মায়ের কথাগুলো খুলে বলল নেত্য। সব শুনে গৌর বলল, মা তোকে বুঝ দিয়েছে। এমন যে ঘটবেই তার ঠিক কী?

কেন, ঘটবে না কেন?—নেত্য জানতে চাইল।

হাসল গৌর। বলল, তোর মাথাটা একেবারেই গেছে। গর্ত পেলেই যে শঙ্খ্ ঢুকবে এ তোকে কে বলল? আর তোর পছন্দের গর্ত শঙ্খ্র তো পছন্দ নাও হতে পারে, তখন? সেবার দেখলি না, মাটি পেয়ে শঙ্খ্ কি ছুটটাই দিল!

—তা দিক, কিন্তু ফিরেও তো এল।

—সে তো ঝাঁপি ছিল বলে। ও জায়গায় তোর গায়ের গন্ধও ছিল। নলডাঙার দিন শুধু তুই একা নয়, আরও অনেকেই সাপ ছাড়বে। ঐ ভিড় আর হুল্লোড়ে শঙ্খ্ কোথায় সেঁধোবে তার ঠিক আছে।

—জায়গাটা তো এট্টুখানি না। শঙ্খ্কে ফাঁকায় ছাড়ব।

তোর বাপ তোকে ফাঁকায় ছাড়বে না।—গৌর বলল, গায়ে বাজিয়ে রাখবে সব্বক্ষণ, দেখে নিস। মাথা গরম করে যে কাণ্ডটা বাঁধালি। তা না হলে এট্টা উপায় ভাবা যেত। কিন্তু বাপ তোকে তো সেদিন বিশ্বেসই করবে না।

মায়ের কথা শুনে যেটুকু আশা পেয়েছিল নেত্য, গৌরের কথায় তা নিভে গেল। গৌর ঠিকই বলেছে। মা যতই বলুক, বাবার চোখকে সেদিন ফাঁকি দেওয়া সোজা নয়। গর্ততে শঙ্খ্ ঢুকল তো ভাল। না হলে বাবার সামনে সেদিন ওর পিছু ধাওয়া করা যাবে না। আর একবার শঙ্খ্ চোখের বাইরে চলে গেলে ঐ ধু ধু মাঠ আর জঙ্গলের মধ্যে ওকে জীবনে খুঁজে পাবে না নেত্য।

গৌরকে চুপ করে থাকতে দেখে নেত্য রেগে গেল। বলল, দূর, শঙ্খ্কে নে আমি ঘর ছেড়েই পালাব।

—কোথায় যাবি?

—কোথাও এট্টা যাব। এখেনে থাকব না।

—তাতে লাভ হবে না কিছু। পেটের জ্বালায় আবার ঘরেই ঢুকবি এসে। তখন সাপ ছাড়িসনি বলে তোর বাপশুদ্ধ্ তোকে সবাই একঘরে করবে।

রেগে গেল নেত্য।—এট্টা উপায় তো বের করবি। তখন থেকে খালি হাবড়াগুলোর মত বাক্যি ঝাড়ছিস।

—উপায় কি মা-র হাতের নাড়ু। পেলাম আর খেলাম। ভাবতে হবে।

—তো তুই বসে বসে ভাব। আমি চললাম।

নেত্য উঠতে যাবে। গৌর হাত টেনে ধরল।—আরে অত রাগিস কেন? মাথা ঠাণ্ডা কর। দেখ না উপায় এট্টা বেরবেই।

কিছু সময় দুজনেই চুপ করে বসে রইল। নেত্য একটা কাঠি দিয়ে মাটির ওপর আঁকিবুকি কাটছে। খানিক বাদেই গৌর বলল, বালিচরার জঙ্গলে মাথাভাঙা তালগাছটা চিনিস? যেটার ভেতর টিয়া ডিম পাড়ে।

উত্তর দিল নেত্য, চিনি।

—ওর নিচেটায় অনেকগুলো গর্ত আছে। দেখেছিস তো?

হ্যাঁ।—নেত্য গৌরের দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারছে না কী বলতে চায় ও।

ওর কাছেপিঠেই ঘন ঝোপ আছে না? গৌর যেন জানতে চাইল নেত্যর কাছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে।—নেত্য অধৈর্য হয়ে উঠেছে।—তোর মতলবটা কী খুলে বল। অত ভ্যানতারা করিস না।

—সেটাই তো বলছি। মাথায় এট্টা বুদ্ধি এসেছে। শোন, তোর বাবাকে যেভাবে পারিস ঐ মাথাভাঙা তালগাছটা অবধি নিয়ে আয়। একেবারে গোড়ায় আনবি না। তুই একা শঙ্খ্র ঝাঁপিটা নিয়ে গোড়ায় চলে আসবি। তারপর ঝাঁপি খুলে শঙ্খ্কে ছেড়ে দিবি।

—বেশ দিলাম। তারপর?

—শঙ্খ্ ঐ গোড়ার কোন গর্তে ঢুকল তো ভালই। আর না ঢোকে যদি তাতেও ক্ষতি নেই।

নেত্য মাকে খুশিতে জড়িয়ে ধরল

নেত্য হাঁ করে গৌরের কথা গিলছে।

—আমি ঐ ঝোপের ভেতর আগেই ঢুকে থাকব। তোর বাবা একেবারে গোড়ার কাছে না এলে আমায় দেখতে পাবে না। শঙ্খ যদি গর্তে না ঢুকে এগিয়ে যায় আমি খেয়াল রাখব। তুই শঙ্খকে ছেড়ে ওখেনে আর দাঁড়াবি না। তোর বাবাকে নিয়ে ফিরে আসবি। বুঝেছিস?

—বুঝলাম। তারপর কী হবে? শঙ্খকে তুই ধরবি কী করে?

—আমি ধরব না। শঙ্খকে তুই-ই ধরবি। আমি শুধু শঙ্খ কোনদিকে যায় তা ওর পেছনে থেকে খেয়াল রাখব। তোর বাবাকে নিয়ে কিছুদূর এগিয়েই কোনো একটা কারণ দেখিয়ে তুই কাছছাড়া হবি। দেখিস, তোর বাবা যেন সন্দেহ না করে। তারপর ঘুরপথে তুই আবার ও জায়গায় এসে আমায় খুঁজে নিবি। বিশ-পঁচিশ মিনিটে শঙ্খ বেশিদূর যাবে না। কী, ব্যাপারটা বুঝলি কিছু?

গৌরকে প্রায়ই আকাট, গাধা বলে কত গাল দেয় নেত্য। সেই গৌর এমন একটা ছক সাজাল! গৌরকে দুহাতে জাপটে ধরল সে।

নেত্যর বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল গৌর। বলল, এখনই অত লাফাস না। আগে ফিরে ধর শঙ্খকে। তারপর যত ইচ্ছে লাফাস। শঙ্খকে ধরে কোথায় রাখবি, কিছু ভেবেছিস?

না।—নেত্য আবার অথৈ জলে।

—শোন, ঝুমুরডাঙর গ্রামে আমার এক চেনা লোক আছে। ওঝা। বাণটানও মারতে পারে। ছটা মাস ওর কাছেই রেখে দেব। রোজ গিয়ে দেখে আসব দুজনে।

ব্যবস্থাটা ঠিক পছন্দ হল না নেত্যর। শঙ্খকে অন্যের হাতে ছাড়তে ভরসা হয় না। তবু বলল, কেউ জানবে না তো?

—না। তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।

নেত্য এখন বাবার পেছনে। বাবার কাঁধে তিন ঝাঁপির পুঁটলি। নেত্যর কাঁধে শুধু শঙ্খর ঝাঁপিটা। বাবা ওটাকেও পুঁটলির ভেতর ঢোকাতে চেয়েছিল। নেত্য দেয়নি। ওদের আশেপাশে আরও অনেকে। সবার কাঁধেই সাপের ঝাঁপি। নলডাঙা সংক্রান্তি আজই। সবাই তাই সাপ ছাড়তে এসেছে। ছোট বড় মিলিয়ে জনা তিরিশেক লোক। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সকলেই বালির চড়া ভাঙছে। আরও খানিকটা এগলে মাঠ। মাঠ পেরিয়ে জঙ্গল। ওখানেই সাপ ছাড়বে সকলে।

বাবা আর ধনাকাকা কথা বলতে বলতে এগচ্ছে। সব কথাই নেত্য আর শঙ্খকে নিয়ে। নেত্য ওদের কথার ওপর কান রেখেছে।

—কি সাংঘাতিক কথা ভাব দিকি। সেবার এই করে কেষ্টপদ মরল। যত ভাল সাপই হোক, লোভ করা ঠিক না। ছাড়ার আগে যত পার তুষ্ট কর। মানত করে ছেড়ে দাও। কপাল ভাল হলে আবার সেধেই ধরা দেবে। এইটা বলেছি, তাই বাবুর গোঁসা।

—যেতে দাও না। ছেলেমানুষ অমন বলেই। চোদ্দ বছরে জ্ঞানগম্যি কি তোমার আমার মত হবে? আর ওকে দোষই বা দেবে কী? অমন সাপ ছেড়ে দিতে বুড়োদেরও কষ্ট হয়। এবার ঝাঁপানে যে লড়াইটা দিল, তা তো তুমি দেখনি।

—যত কষ্টই হোক, তা বলে তুই বাপের মুখে মুখে রা কাড়বি!

—তুমিও বড় তেঁয়েটে আছ বাপু। আমরা কি সব্বসময় বাপকে দেবতার মত মান্যি করতাম? রাগ হয়েছে, বলেছে। তা নিয়ে তুমিই বা অত মন ভারী করছ কেন?

ঝাঁপির ভেতর শঙ্খ চুপ। নেত্যর বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। হিসেবের একটু গরমিল হলেই শঙ্খ নাগালের বাইরে চলে যাবে। গৌর নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঝোপের ভেতর ঢুকে গেছে। ও শঙ্খর ওপর নজর রাখতে পারবে তো?

বাবা আর ধনাকাকা এবারে খরা নিয়ে কথা বলছে। নেত্যর আর ওদিকে কান নেই। হাঁটতে হাঁটতে ওরা চড়া পেরিয়ে মাঠের ওপর উঠল। এ জমিটা একটু উঁচু। এদিক-ওদিক ঝোপ, গাছ। তারপরেই জঙ্গল। তেমন ঘন না হলেও দিনের বেলায় একা ঢুকলে গা ছমছম করে।

নেত্য এবার বাবাকে পেরিয়ে আগে আগে। লক্ষ্য সেই মাথাভাঙা তালগাছটা। এখান থেকে সেটা আরো কিছুটা দূরে।

শঙ্খ ঝাঁপির ভেতর এবার চঞ্চল হচ্ছে। ও কি মাটির গন্ধ পেয়েছে? ও কি বুঝতে পারছে আর কিছুক্ষণ বাদেই ওকে ছেড়ে দেয়া হবে? নেত্যর আবার মন খারাপ। এজন্যই বলে 'সাপ'। এই ছমাস তুই তাহলে ভালবাসার ভান করছিলি! দাঁড়া, বাপটা একবার চোখের আড়াল হোক। আবার ফিরে ধরব। তারপর দেখবন গোসাপ। কুচো মাছও দেব না। না খাইয়ে রাখব।

—আর এগস না। এখানেই ছেড়ে দে।

বাবার ডাকে নেত্যর চমক ভাঙল। দেখল ওরা প্রায় জঙ্গলের ধারটাতেই চলে এসেছে। এখন যেদিকে তাকান যায় শুধু গাছ আর গাছ। অনেক দূরে জমাট ধোঁয়ার মত দু-একটা টিলা। মাথাভাঙা তালগাছটা আর একটু এগলেই—বাঁয়ে।

বাবার দিকে তাকিয়ে নেত্য বলল, আর এট্টু এগিয়ে যাই না—

বাবা কি বলতে যাচ্ছিল। ধনাকাকা থামিয়ে দিল বাবাকে। নেত্যকে বলল, ঠিক আছে চল। তোর যেখেনে মন নেয়, সেখেনেই ছাড়ব।

নেত্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হনহন করে এগতে লাগল সামনে। পুরো ছকটা মনের ভেতর আর একবার রগড়ে নিল। বুকটা কেঁপে উঠল হঠাৎই। একটু এদিক-ওদিক হলে বাবা বুঝে ফেলতে পারে। এমন কি দেখে ফেলতে পারে অন্য কেউ। দুটোতেই বিপদ ছি-ছিক্কার পড়ে যাবে। মাথা হেঁট হবে নেত্যর। সাপ ছাড়ার ব্যাপারে সবার মনই যে বাবার মত তা নেত্য জানে।

মাথাভাঙা তালগাছটাকে এবার দেখা গেল। আর এগল না নেত্য। ঝাঁপিটা নামিয়ে রাখল মাটিতে। শঙ্খ ভেতরে সরসর করছে। চারপাশ একবার দেখে নিল। না, ওরা ছাড়া আশপাশে কেউ নেই।

বাবা আর ধনাকাকা কাছে এসে পড়েছে। দুজনেই পুঁটলি দুটো মাটিতে নামাল। গিঁট খুলে ঝাঁপিগুলো বের করল। নেত্য দেখছে। দুশ্চিন্তা বুকটাকে ফোঁপড়া করে দিচ্ছে যেন।

ধনাকাকা তার ঝাঁপিগুলো খুলে দিল। কিলবিল করে বেরিয়ে পড়ল সাপগুলো। মাথা উঁচিয়ে হাওয়ায় কি গন্ধ নিল। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গেল। বাবাও খুলে ফেলেছে ঝাঁপিগুলো। একে একে বেরিয়ে পড়ল তিনটে সাপ। এতকাল ওগুলো নেত্যর বাড়িতেই ছিল। কোনোদিন ফিরেও দেখেনি। ওদের দেখাশোনা বাবাই করেছে। নেত্য শুধু শঙ্খকে নিয়েই মেতে ছিল।

দেখতে দেখতে অতগুলো সাপ চোখের সামনে থেকে সরে গেল। বাবা, ধনাকাকা দুজনেই এবার নেত্যর দিকে তাকাল। বুক ঢিবঢিব করছে নেত্যর।

ঝাঁপি খুলে নেত্য এবার শঙ্খকে বের করল। আসার সময় সিঁদুর মাখিয়ে মা শঙ্খকে একেবারে লাল করে দিয়েছে। খুব ছটফট করছে শঙ্খ। হাতে একেবারেই থাকতে চাইছে না।

এক-পা এক-পা করে সামনের দিকে এগল নেত্য। বাবা আর ধনাকাকা ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখছে। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে নেত্য ওদের দেখে নিল। আর ক'হাত দূরেই তালগাছের গোড়াটা। পাশের ঝোপে গৌর নিশ্চই বসে আছে। আড়চোখে একবার ঝোপটার দিকে তাকাল। গৌর আছে কি নেই বুঝল না।

মনটা অকারণেই ছ্যাৎ করে উঠল একবার। পেছন থেকে বাবার গলা কানে এল,—কি রে, এবার ছাড়।

চমকে উঠল নেত্য। শঙ্খকে মাটির ওপর নামিয়ে দিল। ছাড়া পেয়েই শঙ্খ একবার ফণা মেলল। কুতকুতে চোখে নেত্যকে দেখল খানিক। তারপর ফণা নামিয়ে মাটির ওপর সরসর করে এগিয়ে গেল।

ঐ তো যাচ্ছে শঙ্খ। তালগাছের গোড়ার কাছটায় এসে কি যেন দেখল। তারপর আবার এগিয়ে গেল সামনে। কাছেপিঠে এতগুলো গর্ত—শঙ্খর কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। ঝোপটা বাদ দিয়ে বাকি জায়গা বেশ পরিষ্কার। শঙ্খ এগিয়ে যাচ্ছে। নেত্যর চোখ ছলছল করে উঠল।

এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। কেননা ও থাকলে বাবা, ধনাকাকাও থাকবে। তাতে গৌরের অসুবিধা হবে। নেত্য তাড়াতাড়ি ফিরে এল। শঙ্খর শূন্য ঝাঁপিটা মাটি থেকে তুলে বাবার দিকে তাকাল একবার। তারপর বলল, চল।

বাবা, ধনাকাকা ঝাঁপি গুছিয়ে তৈরিই ছিল। ওরা তিনজনেই হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর যাওয়ার পর নেত্য একবার পেছন ফিরল। মাথাভাঙা তালগাছটা আবার চোখের বাইরে চলে গেছে। এবার কেটে পড়তে হবে।

বাবাকে বলল, আমি এট্টু জোরে পা চালালাম। ফেরার সময় হাটতলায় যাব। মাকে বলে দিও ফিরতে দেরি হবে।

বাবা তখন ধনাকাকার সঙ্গে কথার ঝোঁকে। ঐ অবস্থাতেই ঘাড় নাড়ল। নেত্য জোরে পা চালাল এবার। তাড়াতাড়ি বাবা আর ধনাকাকার চোখের নাগাল পেরতে হবে।

ছয়

নেত্য এখন ঘন জঙ্গলের ভেতরে। বাবা আর ধনাকাকার আওতা থেকে বেরিয়ে ঘুরপথে আবার এখানে ঢুকেছে। চরের ধার দিয়ে আসার সময় তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল চারপাশে। কেউ যাতে না দেখতে পায়। জঙ্গলের ভেতর ঢোকার সময় মাথাভাঙা তালগাছটার গোড়া পেরিয়েই এসেছিল। যদি গৌরকে নজরে পড়ে। দেখতে পায়নি। জঙ্গলের এপাশে যতদূর চোখ যায়, গৌর কোনদিকেই নেই।

জঙ্গলের ভেতরটা এখন একেবারেই শুনশান। পাঁচ-দশ হাত দূরে দূরেই এক-একটা গাছ। কোনটার গুঁড়ি মোটা, কোনটার সরু। মাথার ওপর ডালপালায় একাকার। যেখানে ফাঁক, সেখান দিয়েই সূর্যের আলো জমির ওপর পড়েছে। চারপাশে আলো-ছায়া মেশামেশি।

শঙ্খকে ছাড়ার আধঘণ্টার ভেতরেই নেত্য ফিরে এসেছে। এত অল্প সময়ের ভেতর শঙ্খ কতদূরে যেতে পারে! নিশ্চই গেছে। তা না হলে গৌর এমন বেপাত্তা কেন? মাটিতে ছাড়ার পর শঙ্খর গতি তো বেশ কয়েকবারই দেখেছে নেত্য। তবুও সে সময় নেত্য পেছনে ছিল। আর এবার তো পোয়াবারো। গৌরকে ও গ্রাহ্যির মধ্যেই আনবে না।

একবার চেঁচিয়ে ডাকবে গৌরকে? জঙ্গলের ভেতরে যেখানেই থাক, ডাক নিশ্চই কানে যাবে। তবে ডাকার বিপদ আছে। কেউ না কেউ শুনে ফেলতে পারে। সাপ ছেড়ে সবাই যে ঘরে ফিরে গেছে তারই বা ঠিক কি।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবে নেত্য, আর এগোয়। জঙ্গলের এত ভেতরে এর আগে কখনো আসেনি। গা-হাত-পা এমনিতেই ছমছম করছে।

হঠাৎ পাশেই খরখর আওয়াজ। নেত্য চমকে উঠল। একটা গোসাপ। শঙ্খর কথা মনে পড়ল। ও থাকলে এতক্ষণে তেড়ে গিয়ে ধরত গোসাপটাকে। একটা কুবোপাখি কাছেই কোথাও ডেকে উঠল। নেত্য দেখতে পেল না।

পায়ের নিচে মড়মড় পাতা ভাঙার শব্দ। নেত্য এগিয়ে যাচ্ছে। একটা অস্বস্তি হচ্ছে ভেতরে। নেত্যর মনে হচ্ছে কেউ যেন লুকিয়ে ওর পিছু নিয়েছে। ভাবনাটাকে তাড়াতে চাইল নেত্য। এই জঙ্গলে কে আবার পিছু নেবে? আর নেবেই বা কেন?

আর একটু এগতেই সামনে একটা জলা পড়ল। সবুজ পানায় ভরতি। দেখলে হঠাৎ মনে হবে যেন ঘাসে ঢাকা জমিই। কাছে গেলে তবে বোঝা যায়। জলাটার পাড়ে অনেকগুলো গর্ত। দেখেই চিনল। সাপের গর্ত ওগুলো। এসব জায়গায় শঙ্খচূড় থাকতে ভালবাসে। কিন্তু শঙ্খ এদিকেও আসেনি।

নেত্যর আবার মনে হল কেউ ওর পেছনে। পাতার ওপর পা ফেললে খরখর আওয়াজ হয়। নেত্যর পায়ের আওয়াজই শুধু নয়, যেন আরও একটা এমন আওয়াজ মাঝে মাঝেই পেছন থেকে আসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখল নেত্য। কেউ কোথাও নেই।

নেত্য এবার চাপা গলায় ডাকল, গৌর—গৌর—

কোন সাড়া নেই। নেত্য ঘাবড়ে গেল। এই জঙ্গলের ভেতর দিক ঠিক রাখা মুশকিল। এখানে কোথায় খুঁজবে গৌরকে।

হঠাৎ নেত্যর মনে পড়ল গৌরকে শিস দিয়ে ডাকা যায়। ছেলেবেলায় ভরদুপুরে বাবা-মার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার সময় ওরা পরস্পরকে এমন শিস দিয়েই ডাকত।

নেত্য এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখের ফাঁকে দু হাতের চার আঙুল ঢুকিয়ে জোরে শিস দিল একবার। কান খাড়া করল। না, কোন উত্তর নেই।

আর একটু এগিয়ে নেত্য আবার শিস দিল। এবার প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর থেকে আর একটা শিসের আওয়াজ ভেসে এল। বুকটা চলকে উঠল নেত্যর। ওটা গৌরেরই শিস। গৌর ওভাবেই প্রথমদিকে তিনবার থেমে শেষে টানা শিস দেয়।

নেত্য আবার শিস দিল। ওপাশ থেকে সেই একই শিসের উত্তর এল। এবার দৌড়ল নেত্য। মাঝে একবার থেমে আবার শিস দিয়ে উত্তর পেয়ে নিল। আর এর দু মিনিটের মধ্যেই নেত্য একেবারে গৌরের সামনে।

একটা গোড়া ওপড়ান পেল্লায় অশ্বত্থগাছ। মাটির ওপর একেবারে শুয়ে পড়েছে। তবে মরেনি। ওভাবে শুয়েই আবার কেমন বেঁকে ওপর দিকে ডালপালা মেলে দিয়েছে। গোড়ার দিকটার মাটি খোবলান। বিশাল গর্ত একটা। গর্তটার ওপর এবং চারপাশে সরু-মোটা বিভিন্ন আকারের শেকড় জালের মত ছড়িয়ে আছে। গৌর বসে আছে ঠিক গর্তটার পাশেই।

এতটা দৌড়ে আসার ফলে নেত্য হাঁপাচ্ছে। গৌরের পাশে ধপাস করে বসে পড়ল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, শঙ্খ কোথায়?

যেন উত্তরটার ওপর ওর জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

গৌর আঙুল উঁচিয়ে গর্তটা দেখাল।

নেত্য জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ আগে ঢুকেছে?

গৌর বলল, অনেকক্ষণ। বসে বসে আমার পাছা ধরে গেল।

নেত্যর আর চিন্তা নেই। ঐ শেকড়ের জাল থেকে শঙ্খকে বের করা ভাতের হাঁড়ি থেকে আলুসেদ্ধ বের করার মতই সোজা ওর কাছে।

নেত্য বসে জিরতে লাগল। গৌর বলল, শঙ্খর কান থাকলে ওটা আজ আচ্ছা করে মুলতাম। উঃ কি দস্যি সাপরে বাবা।

নেত্য হাসল, কেন, খুব ভুগিয়েছে বুঝি?

খানিক বাদেই বেরিয়ে এল শঙ্খ

—শুধু ভোগান! হাঁপ ধরিয়ে ছেড়েছে। তোরা যাবার পর আমি তো পিছু নিলাম। ঠিক বুঝতে পেরেছে। এক একবার থেমে আমায় দেখে, আবার সামনে দৌড়য়। যেন খেলা পেয়েছে। শেষ-মেশ এটার ভেতর সেঁধিয়ে আর বেরচ্ছে না। নিজেও তো কম হাঁপায়নি।

বলতে বলতেই গৌর নেত্যকে ঠেলা দিল—ঐ, ঐ দেখ। মুখ বার করে কেমন! তখন থেকে এমন করে যাচ্ছে।

নেত্য দেখল শেকড়-বাকড়ের ফাঁকে শঙ্খরই মাথা বটে।

আর একটু জিরিয়ে নিয়ে নেত্য এবার গোড়াটার ওপর উঠল। শঙ্খ আবার ভেতরে সেঁধিয়েছে। মুখটা আর দেখা যাচ্ছে না। শেকড়ের জালটার ওপর হাতের বাড়ি মারতে লাগল নেত্য। শঙ্খ তবু বেরয় না। গৌরকে বলল, একটা ডাল ভেঙে দেত। খোঁচাই।

গৌর একটা ডাল এনে তার পাতা ছাড়িয়ে নেত্যর হাতে দিল। শেকড়ের জটলার ফাঁকে ডালটা গলিয়ে দিল নেত্য। তারপর খোঁচাতে লাগল।

খানিক বাদেই বেরিয়ে এল শঙ্খ। নেত্য এক লাফে ওর সামনে। গৌরও উঠে নেত্যর পাশে। শঙ্খ ফণা মেলেছে। পালাবার একটুও চেষ্টা নেই। নেত্য হেসে ওর সামনে ডান হাতের চেটোটা মেলে ধরল। তুড়ি দিতে লাগল আস্তে আস্তে। এমন করলেই শঙ্খ ওর মাথাটা নেত্যর হাতের চেটোয় পেতে দেয়।

শঙ্খ মাথাটা অল্প অল্প দোলাচ্ছে। গৌর আর নেত্য মিটিমিটি হাসছে ওর রকম দেখে। ঠিক তখনই কে যেন নেত্যর পেছনে প্রচণ্ড একটা লাথি কষাল! নেত্য হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনে। গৌর আঁতকে উঠে পড়েছে। শঙ্খ সরে গেছে একপাশে।

আধশোয়া অবস্থায় নেত্য দেখল ক্রুর মুখে দিগেন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে চকচক করছে একটা ছোরা! গৌরের মুখ শুকিয়ে গেছে ভয়ে।

তোর ঐ সাপটা আমার চাই। —ফ্যাসফেঁসে গলায় দিগেন বলল। —কোন পাঁয়তাড়া করলে দুটোকেই মেরে এখেনে পুঁতে যাব।

নেত্য উঠে দাঁড়াল। বলল, তাহলে তুমিই এতক্ষণ আমার পিছু নিয়েছিলে।

তোর পিছু নিই অনেক পরে। আগে তোর সাপের পিছু নিয়ে-ছিলাম। —গৌরের দিকে তাকাল এবার দিগেন, —কিন্তু এই ফেউটার জন্য প্রথমটায় কাছে ভিড়িনি। তারপর দুটোই যেন জঙ্গলের ভেতর উবে গেল। খানিক পরে তোকে দেখি। সেই থেকেই তোর পেছনে।

গৌর কি বলতে যাচ্ছিল, নেত্য ইঙ্গিতে থামাল ওকে। প্রথমটায় ঘাবড়ে গেলেও এখন সাহস একটু করে ফিরে আসছে। শঙ্খ এই ফাঁকে আবার শেকড়ের জটলাটার ভেতরে ঢুকে গেছে।

দিগেনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নেত্য। একেবারে মুখোমুখি। বলল, শঙ্খ আমার সাপ, তুমি নেবে কেন?

—কেন নেব তা নেয়বার পরে বুঝবি। এখন সামনে থেকে সর।

পুরো ব্যাপারটা নেত্য এতক্ষণে বুঝে গেছে। দিগেনের সাপের ব্যবসা। শঙ্খকে বেচে মোটা টাকা পাবে ও। শঙ্খর মত শঙ্খচূড় এ তল্লাটে সহজে মেলে না। দিগেনের লোভী চোখ এসব নিশ্চই বুঝতে পেরেছে। তাছাড়া এবার ঝাঁপানে হেরে যাওয়ার জ্বালাটাও আছে। শঙ্খকে কব্জা করে ঐ হারের শোধটাই তুলতে চায় হয়ত। আর কিছু না হোক, অন্তত ঝাঁপানে লড়িয়েও মোটা টাকা কামাতে পারে দিগেন। সেই সঙ্গে সম্মান।

নেত্য এখন পুরো সাহসটাই ফিরে পেয়েছে। বলল, তা সাপ ধরবে তো ছোরা কেন?

দিগেন বলল, ধরার সময় বাধা দিলে সেটা বুঝবি।

শান্তভাবে নেত্য বলল, বাধা দেব না। তুমি পারলে ধরে নাও।

নেত্য এত সহজে ছেড়ে দেবে দিগেন ভাবেনি। কথাটা শুনে গৌরও আঁতকে উঠল। কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নেত্য বলল, ডালটা দিগেনদাকে দে। খুঁচিয়ে শঙ্খকে বের করুক।

গৌর দিগেনের দিকে ডালটা ছুঁড়ে দিল। বাঁ হাতে ডালটা লুফে নিয়ে দিগেন এবার নেত্যর দিকে তাকাল। বলল, কোন মতলবের চেষ্টা করিস না। ফল তাহলে খারাপ হবে।

নেত্য চুপ করে রইল। দিগেন গোড়াটার ওপর উঠল। তারপর শেকড়ের ফাঁকে ডালটা ঢুকিয়ে জোরে জোরে খোঁচাতে লাগল। ছোরাটা এখন দিগেনের বাঁ হাতে।

এখন দিগেনের বাঁ হাতে ছোরাটা

কয়েকটা মিনিট। শঙ্খু তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এল। সামনে দিগেনকে দেখেই শরীর এক ঝটকায় টান করল। ফুঁসছে। শঙ্খুর এত রাগ নেত্য কোনদিন দেখেনি।

দিগেন গোড়ার ওপর থেকে লাফিয়ে একেবারে শঙ্খুর সামনে। নেত্য দেখল দিগেন হাত তুলছে একটু একটু করে। শঙ্খু স্থির! তবে মাথাটা ক্রমেই পেছনে হেলাচ্ছে।

দিগেন কিছু করার আগেই শঙ্খু তেড়ে এল। দিগেন এটা ভাবেনি। কোনরকমে পাশে সরে বাঁচাল নিজেকে। ছোবল ফস্কে যাওয়ায় শঙ্খু এখন আরও ক্রুদ্ধ। আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

দিগেনের হেনস্থা দেখে গোর শব্দ করে হেসে উঠল। দিগেন কটমট করে তাকাল। তারপর আবার এগল শঙ্খুর দিকে। শঙ্খু আবার টানটান।

সবে হাত মেরেছে দিগেন, শঙ্খু যেন নিজের দেহটাকে একপাশে ছুঁড়ে দিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল দিগেন। আর ঠিক তখনি শঙ্খুর মাথা আছড়ে পড়ল দিগেনের কব্জির ওপর। ছোরাটা ছিটকে গেল দূরে। আর্তনাদ করে দিগেন হাত চেপে গড়িয়ে পড়ল। শঙ্খু দিগেনের পায়ে আবার ছোবল দিল।

গোর ততক্ষণে ছোরাটাকে কুড়িয়ে নিয়েছে। দিগেন কাতরাচ্ছে। নেত্য কাছে এল। বলল, ভয় নেই দিগেনদা, মরবে না। কালই শঙ্খুর বিষ ঢেলেছি।

দিগেন যেন আশ্বস্ত হল। উঠে বসল এবার। চোখ মুখ বদলে গেছে। হাঁপাচ্ছে। শঙ্খু সরে গেছে একটু দূরে।

—তোমার কেরামতি তো দেখালে। এবার উঠে বাড়ি যাও। গোর দিগেনদাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।

গোর হাসল একটু। বলল, তার আগে তোর কেরামতিটা এটু দেখে যাক।

নেত্য হেসে শঙ্খুর দিকে এগিয়ে গেল। ওর কাছে গিয়ে হাতের চেটোটা পাতল। তুড়ি দিল কবার। দিগেন অবাক হয়ে দেখল শঙ্খু তার ফণা যেন বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছে। তারপর সেটা নেমে এল নেত্যর ছড়ান হাতের ওপর।

গোর বলল, ওঠ দিগেনদা। ছোরাটা আমার হাতে আছে—দেখছ তো? আর কোন মতলব কোর না। এবার বাড়ি যাও।

দিগেন উঠে চলে গেল। গোর এবার নেত্যকে বলল, চল এবার আমরাও ফিরি। বেলা অনেক হল। যাবার পথে আবার ঝুমুরডাঙর ঘুরে যেতে হবে।

কেন?—নেত্য জিগ্যেস করল।

—বাঃ! শঙ্খুকে রাখতে হবে না? সব ভুলে গেলি!

নেত্য শঙ্খুকে ঘাড়ে ফেলে উঠে পড়ল। তারপর ওপড়ান গোড়াটার কাছে এসে শঙ্খুকে শেকড়ের জালটার ভেতর ঢুকিয়ে দিল। ছাড়া পেয়ে শঙ্খু ঢুকে গেল। গোর বলল, ওটা কী করলি?

—শঙ্খু এখেনেই থাকবে।

—মানে!

হাসল নেত্য। বলল, শঙ্খু জঙ্গলেই থাক, বুঝলি। ঝাঁপির চেয়ে ভালই থাকবে। এ জায়গাটায় ওর মন টেনেছে। আমরা রোজ এসে ওকে দেখে যাব। পরে, বোশেখে দিন এলে আবার কটা দিন ঘরে রাখব'খন।

—দিগেনদা যদি আবার আসে?

—এবার এলে ও মরবে। শঙ্খচূড়ের বিষ কেমন তা দিগেনদা জানে। আসবে না।

—কিন্তু…

—ভয় নেই তোর। শঙ্খু নিজেকে বাঁচিয়ে নেবে ঠিক। বিষ ঢেলে ঢেলে ওকে ঠুঁটো করে ফেলছিলাম। এবার শঙ্খুর বিষ শঙ্খুই কাজে লাগাতে পারবে।

গোর দেখল নেত্যর চোখে টলটল করছে জল। দুজনে এবার সামনের দিকে এগল। □